15

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 03 OCT 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে কারচুপি ও দুর্নীতির অভিযোগ

লালমনিরহাট সংবাদদাতা ॥ জেলার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর ব্যাপক কারচুপি ও দূনীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে ফলে অধিকাংশ দরিদ্র ছাত্রাছাত্রী সরকারের এই কর্মসূচীতে উপকৃত হইতেছে না। অপর দিকে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির শিক্ষাক, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা লাভবান হইতেছে। সরকারী ঘোষণা মোতাবেক একটি স্কুলের মোট ছাত্র সংখ্যার শতকরা ৪০ জন ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য পাইবে। উক্ত ছাত্র ছাত্রীর অভিভাবকের জমির পরিমাণ হইবে ৫০ শতাংশ। তাছাড়াও স্কুলে সুবিধাপ্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীদেরকে প্রতি

(৪থ পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য.

(৩য় পৃঃ পর)

মাসে ২২ দিন স্কুলে উপস্থিত থাকিতে হইবে। কিন্তু জেলায় উল্লেখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করা হয় নাই।

ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা অতিরিক্ত দেখানো হইয়াছে। যে সকল পরিবারের ৫০ শতাংশের অধিক জমি রহিয়াছে তাহাদেরকে কার্ড দেওয়া হইয়াছে। অপর দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদেরকে কার্ড দেয়া হয় নাই। এমনকি কার্ড কেনাবেচাও হইয়াছে। স্কুলে ভুয়া উপস্থিতি দেখানো হইতেছে।

সরকারী বিধান মোতাবেক একই পরিবারের একজন ছাত্রের জন্য ১২ কেজি চাউল ও একই পরিবারের দুইজন ছাত্রের জন্য ১৬ কেজি চাউল বরাদ্দ রহিয়াছে; কিন্তু স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকদের যোগসাজসে প্রতিটি স্কুলে চাউল উত্তোলন বাবদ ৪/৫ শত টাকা খরচ দেখানো হয়। তাছাড়া প্রতি বস্তায় ৫ কেজি করিয়া চাউল কম মর্মে অজুহাত দেখাইয়া প্রতিটি কার্ডে ১২ কেজির স্থলে ৮ হইতে ১০ কেজির এবং ১৬ কেজির স্থলে ১২ হইতে ১৪ কেজি করিয়া চাউল দেওয়া হয়। চাউল বিতরণ তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা সঠিকভাবে তদন্ত বা উপস্থিত না থাকায় এই অনিয়ম বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক স্কুল এই কার্ড ও চাউল বিতরণকে লইয়া ভিলেজ পলিটিক্স চলিতেছে। জেলার সদর থানার ৪টি, আদিতমাড়ী, কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা ও পাটগ্রাম থানায় ২টি করিয়া মোট ১২টি ইউনিয়নের ১৫৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হইয়াছে। বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা দেখানো হইয়াছে ৬৬ হাজার ৮২২ জন। ইহাতে ২১ হাজার ২৮৩টি পরিবারের ২৯ হাজার ৩২৪ জন ছাত্র/ছাত্রী সুবিধা পাইতেছে। প্রতি মাসে এই কর্মসূচীতে প্রায় ৩ শত মেট্রিক টন চাউল বিতরণ করা হয়।